কলসীয়দের কাছে পত্র

১ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রীষ্টযীশুর প্রেরিতদূত আমি পল এবং ভাই তিমথি, ২ কলসী-নিবাসী সকল
পবিত্রজন ও খ্রীষ্টে বিশ্বাসী ভাইদের সমীপে: আমাদের পিতা ঈশ্বর থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি
তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

ধন্যবাদ-স্তুতি ও প্রার্থনা

৩ তোমাদের জন্য যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বরকে
অবিরত ধন্যবাদ জানাই, ৪ কারণ আমরা শুনেছি খ্রীষ্টযীশুর প্রতি তোমাদের বিশ্বাস ও সকল
পবিত্রজনের প্রতি তোমাদের ভালবাসার কথা, ৫ কেননা এর মূল হল তোমাদের জন্য স্বর্গে সঞ্চিত
সেই প্রত্যাশা যার কথা তোমরা তখনই শুনেছিলে, ৬ যখন সুসমাচারের সত্যের বাণী তোমাদের
কাছে এসে পৌঁছেছিল—সেই যে সুসমাচার সারা জগতেও ফলশালী হয়ে উঠছে ও বৃদ্ধিলাভ
করছে; এইভাবে তোমাদের মধ্যেও ঘটছে সেই দিন থেকে, যেদিন থেকে তোমরা ঈশ্বরের
অনুগ্রহের কথা শুনে তা সত্য বলে উপলব্ধি করেছিলে। ৭ সেসময় তোমরা আমাদের প্রিয়
সেবাসঙ্গী এপাফ্রাসের কাছেই এই সবকিছু শিখেছিলে; তিনি তোমাদের মধ্যে আমাদের হয়ে
খ্রীষ্টের এক বিশ্বস্ত সেবক; ৮ আত্মায় তোমাদের ভালবাসার কথাও তিনি আমাদের জানিয়েছেন।
৯ এজন্য আমরাও, যেদিন তোমাদের খবর পেয়েছি, সেদিন থেকে তোমাদের জন্য অবিরত
প্রার্থনা ও মিনতি করে আসছি: ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, তোমরা যেন পূর্ণ প্রজ্ঞা ও আত্মিক বোধশক্তিগুণে
তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পার। ১০ আর এর ফলে তোমরা যেন প্রভুরই যোগ্য এমন
জীবনাচরণ করতে পার যে, সবরকম সৎকর্মে ফলবান ও ঈশ্বরজ্ঞানে বৃদ্ধিশীল হয়ে, ১১-১২
সবকিছুতে সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল হবার জন্য তাঁর গৌরবের প্রতাপ অনুসারে সমস্ত পরাক্রমে
পরাক্রমী হয়ে, যিনি আলোয় তাঁর পবিত্রজনদের স্বত্বাংশে অংশীদার হবার যোগ্যতা আমাদের দান
করেছেন, আনন্দের সঙ্গে সেই পিতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তোমরা সবকিছুতে তাঁর প্রীতিকর হও।
১৩ তিনি অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয়তম পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর
করেছেন, ১৪ যাঁর দ্বারা আমরা ভোগ করি মুক্তি, অর্থাৎ পাপমোচন।

খ্রীষ্ট সমস্ত সৃষ্টির মাথা

১৫ তিনি তো অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি,
তিনি তো নিখিল সৃষ্টির প্রথমজাত,
১৬ কারণ স্বর্গলোকে ও পৃথিবীতে
দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু আছে
—ঊর্ধ্বলোকের যত সিংহাসন,
যত প্রভুত্ব, আধিপত্য ও কর্তৃত্ব—
সবই তাঁরই দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে।
সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে তাঁরই দ্বারা
এবং তাঁকেই উদ্দেশ্য ক'রে;

১৭ সমস্ত কিছুর আগেই তিনি আছেন,
সমস্ত কিছু তাঁরই মধ্যে একতাবদ্ধ।
১৮ তিনি তো দেহের, অর্থাৎ মণ্ডলীর মাথা;
তিনি তো আদি,
তিনি তো মৃতদের মধ্য থেকে প্রথমজাত,
সবকিছুতে তিনিই যেন শীর্ষপদের অধিকারী হতে পারেন।
১৯ এটি ছিল ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছা:
তাঁর আপন পরিপূর্ণতা খ্রীষ্টে বসবাস করবে,
২০ এবং তাঁর ক্রুশীয় রক্তের মধ্য দিয়ে শান্তি আনায়
তাঁরই দ্বারা পৃথিবীতে ও স্বর্গলোকে
সমস্তই তিনি নিজের সঙ্গে পুনর্মিলিত করবেন।

২১ তোমরাও একসময় দুষ্কর্মের চিন্তায় ছিলে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁর শত্রু, ২২ এখন কিন্তু
তিনি সেই মাংসময় দেহে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তোমাদের পুনর্মিলিত করেছেন, যেন তিনি তোমাদের
পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন—২৩ অবশ্য তোমরা যদি বিশ্বাসে
স্থিতমূল ও অবিচল থাক; এবং যে সুসমাচার আকাশের নিচের যত সৃষ্টজীবদের কাছে প্রচারিত
হয়েছে,—আর আমি পল যার প্রচারকর্মী—তার প্রত্যাশা থেকে নিজেদের বিচলিত হতে না
দাও।

প্রেরিতদূত পলের সংগ্রাম

২৪ এখন তোমাদের জন্য আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি আনন্দিত, এবং যে
দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর
দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী। ২৫ তোমাদের পক্ষে ঈশ্বর থেকে যে দায়িত্ব আমাকে দেওয়া
হয়েছে, সেই অনুসারে আমি সেই মণ্ডলীর সেবক হয়েছি যেন ঈশ্বরের বাণীকে পূর্ণ করতে পারি,
২৬ অর্থাৎ সেই বাণী-রহস্যকে, যা কত কাল, কত যুগ ধরে গুপ্ত ছিল কিন্তু এখন তাঁর সেই
পবিত্রজনদের কাছে প্রকাশিত হল, ২৭ যাদের কাছে ঈশ্বর জানাতে চাইলেন বিজাতীয়দের মধ্যে
সেই রহস্যের গৌরবের ঐশ্বর্য কী; রহস্যটি হল তোমাদের-মাঝে-খ্রীষ্ট, যিনি গৌরবের আশা। ২৮
তাঁকেই আমরা ঘোষণা করছি, সমস্ত প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যেক মানুষকে সচেতন করছি ও প্রত্যেক
মানুষকে শিক্ষা দান করছি, যেন প্রত্যেক মানুষকে খ্রীষ্টে সিদ্ধপুরুষ করে তুলতে পারি। ২৯ এজন্যই
আমি পরিশ্রম করি, এবং তাঁর যে কর্মশক্তি আমার অন্তরে সপরাক্রমে সক্রিয়, সেই শক্তি দ্বারা
আমার সংগ্রাম করে চলি।
২কেননা আমার ইচ্ছাই, যেন তোমরা জানতে পার যে, তোমাদের খাতিরে, লাওদিসিয়ার ভাইদের
খাতিরে এবং যত ভাই আজও আমার চেহারা দেখেনি, তাদেরও খাতিরে আমি কী সংগ্রামই না
করে চলছি; ২ যেন তাদের হৃদয় আশ্বাস পায়, ফলে ভালবাসায় পরস্পর সংযুক্ত হয়ে তারা যেন
অধ্যাত্ম ধীশক্তির পূর্ণ ঐশ্বর্য লাভে ধনবান হয়ে ওঠে ও ঈশ্বরের রহস্যকে তথা সেই খ্রীষ্টকেই
উপলব্ধি করতে পারে, ৩ যাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধন নিহিত। ৪ একথা বলছি, যেন কেউ
বাইরে-উজ্জ্বল যুক্তি দেখিয়ে তোমাদের না ভোলায়, ৫ কেননা যদিও আমি সশরীরে দূরে আছি, তবু

আত্মায় তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি, এবং তোমাদের সুশৃঙ্খলা ও খ্রীষ্টে তোমাদের বিশ্বাসের সুদৃঢ়
গাঁথনি দেখে আনন্দ বোধ করছি।

প্রকৃত খ্রীষ্টবিশ্বাস অনুযায়ী জীবনধারণ

৬ সুতরাং খ্রীষ্টযীশুকে, সেই প্রভুকে যেভাবে তোমরা গ্রহণ করে নিয়েছ, সেভাবে তাঁর মধ্যে
চল; ৭ তাঁরই মধ্যে স্থিতমূল ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়ে পাওয়া-ধর্মশিক্ষা অনুসারে বিশ্বাসে অটল হও,
এবং ধন্যবাদ-স্তুতিতে উপচে পড়। ৮ দেখ, নিজ নিজ তত্ত্ববিদ্যার অসার প্রতারণা দিয়ে কেউ যেন
তোমাদের মন জয় না করে: তা মানবীয় ঐতিহ্য-ভিত্তিক, জগতের আদিম শক্তিগুলোর অনুরূপ,
খ্রীষ্টের অনুরূপ নয়; ৯ কেননা তাঁরই মধ্যে ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দেহগতরূপে বসবাস করে, ১০
আর তোমরা তো তাঁরই মধ্যে তোমাদের নিজেদের পরিপূর্ণতা লাভ কর, যিনি সমস্ত আধিপত্য ও
কর্তৃত্বের মাথা। ১১ তাঁর মধ্যে তোমরা পরিচ্ছেদিতও হয়েছ, কিন্তু এমন পরিচ্ছেদন যা মানুষের
হাতে সম্পাদিত নয়, যা মাংসময় দেহ ত্যাগের মধ্য দিয়ে সাধিত নয়, কিন্তু খ্রীষ্টেরই প্রকৃত
পরিচ্ছেদন গ্রহণ করেছ: ১২ কেননা দীক্ষাস্নানে তোমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছ, এবং যিনি
মৃতদের মধ্য থেকে তাঁকে পুনরুত্থিত করেছেন, সেই ঈশ্বরের কর্মশক্তিতে বিশ্বাস দ্বারা তোমরা সেই
দীক্ষাস্নানে তাঁর সঙ্গে পুনরুত্থানও করেছ। ১৩ এবং অপরাধের কারণে ও আমাদের দেহ পরিচ্ছেদিত
না হওয়ার কারণে মৃত অবস্থায় এই তোমাদের ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, আমাদের
সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছেন; ১৪ সেই লিখিত ঋণপত্র যা আমাদের প্রতিকূল ছিল, তা মুছে
ফেলেছেন, এবং ক্রুশে বিঁধিয়ে দিয়ে তা বাতিল করেছেন; ১৫ যত আধিপত্য ও কর্তৃত্বকে
ক্ষমতা-বঞ্চিত করে তিনি ক্রুশের জয়যাত্রায় সকলের চোখের সামনে তাদের শেষ দশা
দেখিয়েছেন।

১৬ ফলে খাদ্য বা পানীয়, পর্ব বা অমাবস্যা বা সাব্বাৎ, এসব সম্বন্ধে কেউই যেন তোমাদের আর
বিচার না করে: ১৭ এসব কিছু তো আসন্ন বিষয়ের ছায়ামাত্র, আসল বস্তু খ্রীষ্টের দেহই! ১৮ যে
কেউ মূল্যহীন ধর্মক্রিয়া পালনে ও স্বর্গদূতদের পূজায়ই তৃপ্তি পায়, সে যেন জয়মুকুট পাওয়া থেকে
তোমাদের বঞ্চিত না করে; সে যে যে দর্শন পেয়েছে বলে মনে করে, সেগুলি অনুসারেই চলে,
নিজের মানবীয় মনের গর্বে স্ফীত হয়, ১৯ অথচ সে সেই মাথাকে আঁকড়ে ধরে না, যাঁ থেকে গোটা
দেহটা গ্রন্থি ও বন্ধনের মধ্য দিয়ে পুষ্ট ও সুসংহত হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দীক্ষাস্নাতদের স্বাধীনতা

২০ জগতের আদিম শক্তিগুলোকে ত্যাগ করে তোমাদের যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে, তখন
কেন তোমরা সেই সমস্ত নিয়ম-বিধিকেই নিজেদের উপর শাসন চালাতে দিচ্ছ ঠিক যেন এখনও
জগতে জীবনযাপন করছ? ২১ কেন 'এটা ধরো না; ওটা মুখে দিয়ো না, সেটা স্পর্শ করো না'
তেমন বিধিনিষেধের অধীন হতে চাও? ২২ সেই সবকিছুর নিয়তিই যে এমনি ব্যবহার করলে
সেগুলো ক্ষয় হয়: কেননা সেগুলো মানুষেরই বিধিনিয়ম ও নীতিকথা। ২৩ ওগুলোর
ইচ্ছাশক্তি-গঠন, বিনম্রতা ও কঠোর দেহদমন নিয়ে ওইসব কিছু আপাতদৃষ্টিতে প্রজ্ঞাপূর্ণ মনে হয়,
কিন্তু দেহের যত প্রবণতার বিরুদ্ধে তাদের কর্মশক্তি প্রকৃতপক্ষে শূন্য।

খ্রীষ্টীয় জীবনের সাধারণ নিয়মাবলি

৩সুতরাং, তোমরা যখন খ্রীষ্টের সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়েছ, তখন সেই ঊর্ধ্বলোকের বিষয়ের অন্বেষণ

কর, যেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে সমাসীন হয়ে খ্রীষ্ট রয়েছেন। ২ ঊর্ধ্বলোকেরই বিষয়গুলো ভাব,
মর্তলোকের বিষয়গুলো নয়। ৩ কেননা তোমাদের তো মৃত্যুই হয়েছে, আর তোমাদের জীবন
খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত হয়ে আছে। ৪ কিন্তু খ্রীষ্ট যখন আবির্ভূত হবেন—তিনিই তো
তোমাদের জীবন—তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে গৌরবে আবির্ভূত হবে।

৫ অতএব, সেই সবকিছু নিপাত কর যা তোমাদের মধ্যে পার্থিব, যথা, যৌন অনাচার, অশুচিতা,
দেহলালসা, অসৎ কামনা আর সেই লোলুপতা যা পৌত্তলিকতার নামান্তর; ৬ এসব কিছু এমন, যা
অবাধ্যতার সন্তানদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ ডেকে আনে। ৭ একসময় তোমরা যখন তেমন
লোকদের সঙ্গে জীবনযাপন করতে, তখন তোমরাও এসব কিছুতে নিমজ্জিত ছিলে। ৮ কিন্তু এখন
তোমরাও ত্যাগ কর এই সবকিছু, যথা, ক্রোধ, রোষ, শঠতা, পরচর্চা ও অশ্লীল ভাষা; ৯ পরস্পরের
কাছে মিথ্যা কথা বলো না, কেননা তোমরা সেই পুরাতন মানুষকে ও তার যত কর্ম জীর্ণ
পোশাকের মত ত্যাগ করেছ, ১০ এবং সেই নতুন মানুষকে পরিধান করেছ, যে মানুষ নিজের
সৃষ্টিকর্তার প্রতিমূর্তি অনুসারে পূর্ণ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে নবীকৃত হচ্ছে। ১১ এখানে আর গ্রীক বা
ইহুদী, পরিচ্ছেদিত বা অপরিচ্ছেদিত, ভিনভাষী বা স্কুথীয়, ক্রীতদাস বা স্বাধীন মানুষ আর নেই,
কিন্তু খ্রীষ্টই সব, আর তিনি সবকিছুর মধ্যে।

১২ তাই ঈশ্বরের মনোনীতজন, তাঁর পবিত্রজন ও তাঁর ভালবাসার পাত্র বলে, তোমরা গভীর
করুণা, মঙ্গলময়তা, বিনম্রতা, কোমলতা ও সহিষ্ণুতা পরিধান কর। ১৩ পরস্পরের প্রতি ধৈর্যশীল
হও। আর কারও প্রতি কোন অভিযোগ থাকলে একে অপরকে ক্ষমা কর। যেহেতু প্রভু নিজে
তোমাদের ক্ষমা করেছেন, সেজন্য তোমরাও সেইমত ক্ষমা কর। ১৪ আর সমস্ত কিছুর উপরে
ভালবাসাকেই পরিধান কর, কারণ ভালবাসাই পরম সিদ্ধির বন্ধন। ১৫ এবং খ্রীষ্টের শান্তি
তোমাদের হৃদয়ে রাজত্ব করুক; কেননা এই উদ্দেশ্যেই তোমরা একদেহে আহূত হয়েছ। তোমরা
সর্বদাই কৃতজ্ঞ হয়ে থেকো।

১৬ খ্রীষ্টের বাণী তার পূর্ণ ঐশ্বর্য নিয়ে তোমাদের অন্তরে বসবাস করুক; তোমরা পূর্ণ প্রজ্ঞায়
পরস্পরকে শিক্ষা ও চেতনা দান কর; কৃতজ্ঞচিত্তে ও মনপ্রাণ দিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে সামসঙ্গীত,
স্তুতিগান ও ঐশপ্রেরণাজনিত বন্দনাগান গেয়ে চল। ১৭ কথায় বা কাজে তোমরা যা কিছু কর, সবই
যেন প্রভু যীশুর নামেই হয়—তাঁর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ-স্তুতি স্বরূপ।

নতুন সম্পর্ক-মালা

১৮ বধূরা, তোমরা তোমাদের স্বামীর অনুগত থাক, যেমন প্রভুতে থাকা সমীচীন। ১৯ স্বামীরা,
তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে ভালবাস, তাদের প্রতি রুক্ষ ব্যবহার করো না। ২০ সন্তানেরা, তোমরা
সবকিছুতে পিতামাতার বাধ্য হও; তা ঈশ্বরের সন্তোষজনক। ২১ পিতারা, তোমরা তোমাদের
সন্তানদের ক্ষুব্ধ করো না, পাছে তাদের মন ভেঙে পড়ে। ২২ ক্রীতদাসেরা, তোমরা তোমাদের
পার্থিব প্রভুদের প্রতি বাধ্যতা দেখাও, তাদের চোখের সামনে শুধু নয়—যেইভাবে মানুষকে তুষ্ট
করার জন্য লোকে করে—কিন্তু আন্তরিক সরলতায় প্রভুকে ভয় করেই তাদের বাধ্য হও। ২৩ যা
কিছু কর না কেন, মনপ্রাণ দিয়ে প্রভুরই জন্য তা কর, মানুষের জন্য নয়, ২৪ একথা জেনে যে,
প্রভুর কাছ থেকে তোমরা মজুরি হিসাবে সেই উত্তরাধিকার পাবে। খ্রীষ্টই সেই প্রভু যাঁর সেবায়
তোমরা নিযুক্ত। ২৫ কেননা যে অন্যায় করে, সে নিজের অন্যায়ের প্রতিফল পাবে—পক্ষপাত
বলতে এমন কিছু নেই!

৪তোমরা প্রভু যারা, ক্রীতদাসদের প্রতি ন্যায্যতা ও সমতার সঙ্গে ব্যবহার কর, একথা জেনে যে, তোমাদেরও এক প্রভু স্বর্গে আছেন।

প্রৈরিতিক প্রেরণা

২ তোমরা প্রার্থনা-সভায় নিবিষ্ট থাক, ধন্যবাদ-স্তুতি জানিয়ে প্রার্থনায় জেগে থাক। ৩ আমাদের
জন্যও প্রার্থনা কর, যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য বাণী প্রচারের দরজা খুলে দেন, যেন সেই
খ্রীষ্ট-রহস্য ঘোষণা করতে পারি যার জন্য আমি শেকলাবদ্ধ অবস্থায় আছি; ৪ প্রার্থনা কর, যেন
আমি তা সেইভাবে প্রকাশ করতে পারি ঠিক যেইভাবে আমার উচিত।

৫ বাইরের লোকদের সঙ্গে তোমরা সুবুদ্ধির সঙ্গে ব্যবহার কর; যত সুযোগের সদ্ব্যবহার কর। ৬
তোমাদের কথাবার্তায় যেন সবসময় শালীনতা থাকে, সুবোধেরই স্বাদ থাকে, যেন প্রত্যেককে
সমুচিত উত্তর দিতে পার।

নানা ব্যক্তিগত সংবাদ

৭ আমার প্রিয় ভাই, বিশ্বস্ত সহকারী ও প্রভুর সেবায় আমার সহকর্মী যে তিখিকস, তিনি
তোমাদের কাছে আমার বিষয়ে সমস্ত খবরাখবর জানিয়ে দেবেন। ৮ তোমাদের কাছে আমি তাঁকে
এজন্যই পাঠাচ্ছি, যেন তোমরা আমাদের সমস্ত খবর জানতে পার, এবং তিনি যেন তোমাদের
হৃদয়ে আশ্বাস সঞ্চার করেন। ৯ তাঁর সঙ্গে বিশ্বস্ত ও প্রিয় ভাই সেই অনেসিমকেও পাঠাচ্ছি, যিনি
তোমাদের সহনাগরিক। এঁরা এখানকার সমস্ত খবরাখবর তোমাদের জানাবেন।

১০ আমার কারাসঙ্গী আরিস্তার্খস ও বার্নাবাসের জ্ঞাতিভাই মার্ক তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা
জানাচ্ছেন; এই মার্ক সম্বন্ধে তোমরা নির্দেশ পেয়েছিলে, তিনি তোমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলে
তোমরা তঁাকে সাদরে গ্রহণ করবে; ১১ যীশু-ইউস্তুসও তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।
পরিচ্ছেদিতদের মধ্য থেকে কেবল এই কয়েকজনই ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য আমার সহযোগী
হয়েছেন, এঁদের সাহচর্যেই আমি সান্ত্বনা পেয়েছি। ১২ খ্রীষ্টযীশুর দাস এপাফ্রাস তোমাদের
প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন; তিনি তোমাদের সহনাগরিক; তাঁর প্রার্থনায় তিনি তোমাদের জন্য
লড়াইতে রত থাকেন, যেন তোমরা স্থির অন্তরে ঈশ্বরের সমস্ত ইচ্ছা পালনে সিদ্ধপুরুষ ও সুনিশ্চিত
হয়ে দাঁড়াও; ১৩ তাঁর বিষয়ে আমি এই সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমাদের জন্য এবং যাঁরা লাওদিসিয়া ও
হিয়েরাপলিসে নিবাসী, তাঁদেরও জন্য তাঁর গভীর আগ্রহ আছে। ১৪ সেই প্রিয় ভাই চিকিৎসক লুক,
এবং দেমাস তোমাদের প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

১৫ তোমরা লাওদিসিয়ার ভাইদের, এবং নিম্ফাকে ও তাঁর বাড়িতে যে জনমণ্ডলী সমবেত হয়,
তাদের সকলকে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। ১৬ আর এই পত্র তোমাদের নিজেদের মধ্যে পাঠ করে
শোনানোর পর, এমনটি কর যেন লাওদিসিয়ার মণ্ডলীগুলিতেও তা পাঠ করে শোনানো হয়;
আবার, লাওদিসিয়া থেকে যে পত্র পাবে, তোমরাও যেন তা পড়। ১৭ আর্খিপ্পসকে বল, 'তুমি
প্রভুতে যে সেবাদায়িত্ব পেয়েছ, তা উত্তমরূপে পালন করে চল।'

১৮ "পল", এই প্রীতি-শুভেচ্ছা আমার নিজেরই হাতে লেখা। আমার শেকলের কথা মনে রাখ।
অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।